লোক প্রশাসন সাময়িকী
দ্বাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ৯৮, আশ্বিন ১৪০৫

বাংলাদেশের অর্থনীতি ঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা

এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম *

১.০ ভূমিকা

যে কোন দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে ঐ দেশের বিভিন্ন প্রবণতার সম্যক চিত্র উল্লেখযোগ্য সহায়তা করে থাকে। সার্বিক অবস্থা/পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য একটি দেশ বা জাতির বিভিন্ন বিষয়ের (যেমন ; রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি ইত্যাদি) প্রবণতা বের করার প্রয়োজন হতে পারে। যে কোন বিষয়ের প্রবণতা বের করতে হলে সে বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত (data) প্রয়োজন এবং এ উপাত্তকে অবশ্যই সময় অনুক্রম (time series) উপাত্ত হতে হবে। আলোচ্য নিবন্ধটিকে শুধু বাংলাদেশের 'অর্থনৈতিক প্রবণতা'র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

সাধারণত অর্থনৈতিক প্রবণতা বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের (কয়েক বছরের)/ব্যপ্ত পরিসরে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির উর্ধ্ব, নিম্ন বা আনুভূমিক গড় প্রবণতা বুঝায়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের মত প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাতের প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ, ভোগ ও সঞ্চয়ের মত সামষ্টিক চলকের প্রবণতা দ্বারা মোট জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। প্রকৃত বা ব্যাপক অর্থে অর্থনৈতিক প্রবণতা বলতে অর্থনীতির সামষ্টিক চলকসমূহের (macro variables) কয়েক বছরের/দীর্ঘকালীন গড় প্রবণতাকে বুঝায়।

অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে চলক বাছাইয়ের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, নির্বাচিত চলকগুলো কেবল সামষ্টিক চলকের মধ্যে সীমিত করতে

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সামষ্টিক চলকের মধ্যে কেবল জাতীয় আয় নিকাশে সহায়ক চলক সমূহের কয়েক বছরের হিসাব/সময় অনুক্রম (time series) বিবেচনায় আনা দরকার। যেমন; মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার, ভোগ. বিনিয়োগ, সঞ্চয়, আমদানী ও রপ্তানী, রেমিট্যান্স, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রভৃতি অর্থনীতির প্রবণতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরতা নির্দেশক কিছু চলক বিবেচনার দাবী রাখে; যেমন; বৈদেশিক সাহায্য, মাথাপিছু ঋণ, সুদ, রপ্তানী অনুপাত ইত্যাদি। বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম বিধায় তার অর্থনীতির প্রবণতা নির্ধারণে দারিদ্রসীমার নিচের জনসংখ্যার হার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এ ধরনের দেশসমূহের দারিদ্রসীমার নিচের জনগোষ্ঠীর হার নিম্নতম হওয়াকে উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক হিসেবে দেখা হচ্ছে। অতএব, বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবণতা বিশ্লেষণে এই নির্ণায়কটিকেও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

আলোচ্য নিবন্ধে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি (macro economic situation) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের দারিদ্রাবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এবং এ পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নব্বই দশকের বছরগুলোর তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

২.০ দেশজ উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি ও গঠন

বিগত কয়েক বছরের দেশজ উৎপাদনের (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যমানে) প্রবৃদ্ধির হার ৪ হতে ৪.৫ এর মধ্যে ছিল। ১৯৯০/৯১ সালে এ হার ছিল ৩.৪%, ১৯৯১/৯২ সালে ৪.২%, ১৯৯২/৯৩ ৪.৫, ১৯৯৩/৯৪ সালে ৪.২% এবং ১৯৯৪/৯৫ ও ১৯৯৫/৯৬সালে এ হার ছিল যথাক্রমে ৪.৪% ও ৫.৩%। ১৯৯৬/৯৭ সালে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৯%। ১৯৯০-৯১হতে ১৯৯৫/৯৬ সালের গড় প্রবৃদ্ধি ৪.৩৩%। (মে, ১৯৯৮ এ প্রাক্কলিত) সাময়িক হিসাবে ১৯৯৭/৯৮ সালের প্রবৃদ্ধির হার ৫.৬%। ১৯৭৩/৭৪

হতে ১৯৯৭/৯৮ সাল পর্যন্ত মোট দেশজ উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি এবং খাতওয়ারী অবদান সারণি-১ এ সন্নিবেশিত হলো।

সামগ্রিকভাবে দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান সর্বাধিক। ১৯৯৭/৯৮ সালে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান ৩১.৭% (ফসলের অবদান ২২.৯%)। এর পরের স্থান যথাক্রমে শিল্প (১৯.৪%) পরিবহন এবং যোগাযোগ (১২.৩%)। শিল্পের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতের অবদান ১১.৩% (বৃহদায়তন শিল্প ৭.৫% ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ৩.৮%)। মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান ১৯৯০/৯১ সালের ৩৮% হতে ১৯৯৭/৯৮ সালে ৩১.৭% এ কমে আসে (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপর্যুক্ত সময়ে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে (সারণি-৩.১), কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি ১৯৯৪/৯৫ সালের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি(-) ১.০% হতে ১৯৯৫/৯৬ সালে ৩.৭% এ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৯৬/৯৭ সালে তা বৃদ্ধি পায় ৬.৪% এ। ১৯৯৭-৯৮ সালে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি (সাময়িক) ৩.১% এ দাঁড়িয়েছে। ফসলের প্রবৃদ্ধি ১৯৯৪/৯৫ সালের ঋণাত্মক অবস্থা (-) ৩.৮% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫/৯৬ সালে দাঁড়ায় ২.৮% এ এবং ১৯৯৬/৯৭ সালে তা প্রায় ৬.২% এ দাঁড়ায় এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে এ হার ১.৬% (সাময়িক) এ পৌঁছে। ১৯৯৭/৯৮ সালের খাদ্য শস্যের (ধান ও গম) প্রাক্কলিত উৎপাদন আনুমানিক ২০৫.০% লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৯৬/৯৭ সালে এই উৎপাদন ছিল ২০৩.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন যা পূর্ববর্তী বছরের (১৯৯৫/৯৬) তুলনায় ৬.৭% বেশী ছিল (খাদ্য উৎপাদন সারণি-৩.২ এ দ্রষ্টব্য)। বনজ সম্পদ খাতে প্রবৃদ্ধি ৪.৩%, পশুসম্পদ খাতে প্রবৃদ্ধি ৮%, মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি ৮.৬%। ১৯৯৫/৯৬ সালে মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৯%। তবে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস দেখা যায়, ১৯৯৫/৯৬ সালের ৫.৩% এর তুলনায় ১৯৯৬/৯৭সালে ৩.৫%, যা ১৯৯৭-৯৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮.১% (সারণি-৩.১)।

সারণি-১ ঃ মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার (১৯৮৪-৮৫ স্থির মূল্যে)

(কোটি টাকা)

খাতসমূহ	১৯৭৩/৭৪	১৯৭৪/৭৫	১৯৭৫/৭৬	১৯৭৬/৭৭	১৯৭৭/৭৮	১৯৭৮/৭৯	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪
১। কৃষি	১৪০১১	১৩৩৭২	১৪৪৯৩	১৩৯৪৬৩	১৫০৫৭	১৪৯৫৭	১৪৯৮১	১৫৬০৭	১৫৬৩১	১৬২৯৩	১৬৮৮১
(ক) শস্য	১০৮৩৫	১০২৩৩	১১৩২০	১০৮০৮	১১৬৭১	১১৭৮৯	১১৮১৩	১২৩৯৭	১২২৬৭	১২৭৭৮	১৩৩৯২
(খ) বনজ সম্পদ	৭৬৬	৭০৭	৭২৯	৬৯২	৮৫৮	৯৭৬	৯৪৪	৯৫৭	১০১৭	১০৭৯	১১৫৭
(গ) পশু সম্পদ	১০২৬	১০৪২	১০৫৯	১০৭৭	১১২৫	১১৫১	৩১৭৭	১২০৫	১২৩৬	১২৬৬	১১৪১
(ঘ) মৎস্য সম্পদ	১৩৮৪	১৩৯০	১৩৮৫	১৩৮৬	১৪০৩	১৪৩২	১০৪৭	১০৫১	১১১১	১১৭০	১১৯১
২। মাইনিং এবং কোয়ারিং	..	..	..	..	..	১	১	১	১	..	..
৩। শিল্পসমূহ	৩৩৯৬	৩০২৫	৩০০৪	৩৩৫৫	৩৩৯৪	৩৭৭৪	৩৮২৯	৩৭১২	৩৭২২	৩৭৯২	৪০৭৭
(ক) বৃহদায়তন	১৭২৪	১৩৩৮	১২৯৯	১৬৩৩	১৬৫২	২০১৬	২০৫১	১৯১৩	১৯০৪	১৯৫৪	২২১৪
(খ) ক্ষুদ্রায়তন	১৬৭২	১৬৮৭	১৭০৫	১৭২২	১৭৪২	১৭৫৮	১৭৭৮	১৭৯৯	১৮১৮	১৮৩৮	১৮৬৩
৪। নির্মাণ	৯৫৪	৭৮২	৭৩১	১০২৩	১১৫৫	১৭৫৩	১৩৯৪	১৬৭০	১৭৩০	১৬৭১	২০০৭
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও সেনিটারী সেবাসমূহ।	৪৬	৩৫	৪৮	৫৩	৮৫	৮৬	১০০	১১১	১৩২	২০২	২১৭
৬। পরিবহন, মজুদ ও যোগাযোগ	২৯০৩	২৯৭৬	৩১২০	৩৩৭০	৩৫০৪	৩৬৫০	৩৬৭১	৩৭৫২	৩৮৯৩	৪১৭৪	৪৩৫১
৭। বাণিজ্য সেবাসমূহ	২৪৮০	২৪০৫	২৪৩০	২৬৭৭	২৯৩৮	৩০৯৭	৩৩৪৮	৩২৫৫	৩২৬৮	৩৫১১	৬৮৩০
৮। গৃহায়ন সেবাসমূহ	২৩২৬	২৩৯৬	২৪৬৮	২৫৪০	২৬১৮	২৬৯৭	২৭৮১	২৮৬৭	২৯৫৮	৩০৪৯	৩১৪১
৯। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৬৯৯	৫৩৫	৭১৭	৯৭৯	৮৯৬	৯৬০	৯১৩	৯৮০	৮৭৬	১০৭৩	৯৮৮
১০। ব্যাংক ও বীমা	২৪৭	২৬২	২৫৫	২৮৫	৩১৭	৪১২	৫০৮	৫৭৭	৫৭৮	৫৮১	৬৬৫
১১। পেশাগত ও বিবিধ সেবাসমূহ	১৯৩১	২০২০	২১১৬	২২২১	২৩৩৬	২৪৬৪	২৬০৪	২৭৫৭	২৯৩৩	৩১২৪	৩৩৩৬
জিডিপি স্থির চলতি বাজার মূল্যে	২৮৯৯৩	২৭৮০৭	২৯৩৮২	৩০১৬৭	৩২৩০১	৩৩৮৫২	৩৪১৩০	৩৫২৮৮	৩৫৭২২	৩৭৪৭০	২৯৫০৩
প্রবৃদ্ধির হার (%)	৯.৬	৪.১	৫.৭	২.৭	৭.১	৪.৮	০.৮	৩.৪	১.২*	৪.৯	৫.৪

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-১৯৯৮, পৃঃ ৯৬-৯৭।

সারণি-১ ঃ (সমাপ্ত)

(কোটি টাকা)

১৯৮৪/৮৫	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৬/৮৭	১৯৮৭/৮৮	১৯৮৮/৮৯	১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮ (সাময়িক)
১৬৯৯৭	১৭৫৫৫	১৭৬২৫	১৭৪৯০	১৭৩০৪	১৯০৩৫	১৯৩৪২	১৯৭৬৬	২০১২৩	২০১৯২	১৯৯৮২	২০৭১৩	২২০৪৬	২২৭৩৩
১৩৫০৩	১৩৯৬০	১৩৯৬০	১৩৭১২	১৩৪৫১	১৫০৮৩	১৫২৫৭	১৫৫১০	১৫৬৩৯	১৫৩৮৫	১৪৮০৭	১৫২১৭	১৬১৫৭	১৬৪১৯
১০৯৫	১১৪১	১১১৭	১২০৪	১২৩১	১২৫৯	১২৮৫	১৩১৫	১৩৫৪	১৪০৮	১৪৭১	১৫৩৪	১৫৯৮	১৬৬৭
১১৭৮	১২১৩	১২৮০	১২৯২	১৩৩৫	১৩৮০	১৪১০	১৪৬১	১৫৫২	১৬৮৪	১৮২৪	১৯৭১	২১২৮	২২৯৮
১২২১	১২৪১	১২৬৮	১২৮২	১২৮৭	১৩১৩	১৩৯০	১৪৮০	১৫৭৮	১৭১৫	১৮৮০	১৯৯১	২১৬৩	২৩৪৯
..	..	..	..	..	৭	৮	৯	১১	১২	১৪	১৭	২২	২৮
৪০১১	৪১১৬	৪৪৪১	৪৪৬৮	৪৫৯৩	৪৯২৬	৫০৪২	৫৪১২	৫৯০৩	৬৩৬৭	৬৯১৬	৭২৮২	৭৫৪০	৮১৪৮
২১২৮	২২০৯	২৫০৯	২৫২৬	২৫৯৫	২৮৭০	৩২৩৪	৩৬৬৩	৩৬৬৩	৪০৩৭	৪৪৮৮	৪৭৫১	৪৯১৯	৫৪১৭
১৮৮৩	১৯০৭	১৯৩২	১৯৪২	১৯৯৮	২০৫৬	২১১৫	২১৭৮	২২৪০	২৩৩০	২৪২৮	২৫২৩	২৬২১	২৭৩১
২২৫২	২২৯১	২৪৪৭	২৭৪৮	২৮৮২	২৯৭৫	৩১০৯	৩২৪৭	৩৪০৩	৩৬০৭	৩৮৫৯	৪০১৫	৪২১০	৪৪৭১
২৩৫	২৬৪	৩২২	৩৭৪	৪৮২	৫৫৬	৬৭০	৭৮৮	৮৯৩	১০১৮	১১৩৪	১২৪৬	১২৬৭	১৩৪০
৪৫৬৬	৪৭১২	৫২৩৪	৫৪২৯	৫৬৬১	৫৯০২	৬০৮৪	৬৩৩৫	৬৬৪২	৭০০৯	৭৪২০	৭৭৮৯	৮২৯৫	৮৮৫০
৩৮৮২	৩৯৩৯	৪০৩৯	৪১৬৮	৪৩৬৬	৪৪৯৭	৪৬৭১	৪৮৫৬	৫০৬৩	৫৩২৮	৫৮৬৭	৬৪৫৫	৬৮৮০	৭৩০৭
৩২৪৪	৩৩৪৩	৩৪৫৩	৩৫৬৫	৩৬৮১	৩৮০৩	৩৯৩২	৪০৬৬	৪২২০	৪৩৭৯	৪৫৪৬	৪৭২০	৪৯০৪	৫০৯৬
১৩২৩	১৫৯৪	১৭১৯	১৮৫৫	১৯৮৪	২০৩৬	২২৩৩	২৪১৮	২৬২৪	২৮৪৯	৩০৯৬	৩৩৫৩	৩৬৩৪	৪০০৯
৬৮৯	৮৭০	৯১৮	৯৩১	৯৪২	৯৫২	৯৭৬	১৯৯৯	১০৩০	১০৬৬	১১০৯	১১৪৮	১১৯১	১২৩৭
৩৪৯৪	৩৭৭৫	৪০৩৬	৪৪৮৫	৪৭৬৬	৫০৬৪	৫৩৭৭	৫৭২২	৬১১১	৬৫৫৭	৭০৩৬	৭৫০৬	৮০৩২	৮৫৯৪
৪০৬৯৩	৪২৪৫৯	৪৪২৩৪	৪৫৫১৩	৪৬৬৬১	৪৯৭৫৩	৫১৪৪৪	৫৩৬১৯	৫৬০২৩	৫৮৩৮৪	৬০৯৭৯	৬৪২৪৪	৬৮০২১	৭১৮১৩
৩.০	৪.৩	৪.২	২.৯	২.৫	৬.৬	৩.৪	৪.২	৪.৫	৪.২	৪.৪	৫.৩	৫.৯	৫.৬

সারণি-২ ঃ দেশজ উৎপাদনে খাতওয়ারী অবদান (%)
(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮ সাময়িক
১। কৃষি	৩৭.৬	৩৬.৯	৩৫.৯	৩৪.৬	৩২.৮	৩২.২	৩২.৪	৩১.৭
(ক) শস্য	২৯.৭	২৮.৯	২৭.৯	২৬.৪	২৪.৩	২৩.৭	২৩.৮	২২.৯
(খ) বনজ সম্পদ	২.৫	২.৫	২.৪	২.৪	২.৫	২.৪	২.৩	২.৩
(গ) পশু সম্পদ	২.৭	২.৮	২.৮	২.৯	৩.১	৩.১	৩.১	৩.২
(ঘ) মৎস্য সম্পদ	২.৭	২.৮	২.৮	২.৯	৩.১	৩.১	৩.২	৩.৩
২। খনিজ ও খনন +	–	–	–	–	–	–	–	–
৩। শিল্প	৯.৮	১০.১	১০.৫	১০.৯	১১.৩	১১.৩	১১.১	১১.৩
(ক) বৃহদায়তন	৫.৭	৬.০	৬.৫	৬.৯	৭.৪	৭.৪	৭.২	৭.৫
(খ) ক্ষুদ্রায়তন	৪.১	৪.০	৪.০	৪.০	৩.৯	৩.৯	৩.৯	৩.৮
৪। নির্মাণ	৬.০	৬.১	৬.২	৬.৪	৬.৩	৬.২	৬.২	৬.২
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও সেনিটারী সেবা	১.৩	১.৫	১.৬	১.৮	১.৮	১.৯	১.৯	১.৯
৬। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১১.৮	১.৮	১১.৯	১২.০	১২.১	১২.১	১২.২	১২.৩
৭। বাণিজ্যিক সেবা	৯.১	৯.০	৯.০	৯.১	৯.৭	১০.০	১০.১	১০.২
৮। গৃহায়ণ সেবা	৭.৬	.৭.৫	৭.৫	৭.৫	৭.৫	৭.৩	৭.২	৭.১
৯। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৪.৩	৪.৭	৪.৭	৪.৯	৫.১	৫.২	৫.৩	৫.৬
১০। ব্যাংক ও বীমা	১.৯	১.৮	১.৮	১.৮	১.৮	১.৮	১.৮	১.৭
১১। পেশা ও বিবিধ সেবা	১০.৭	১০.৯	১০.৯	১১.২	১১.৫	১১.৭	১১.৮	১২.০

উৎস ঃ ১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ১৯৯৭/৯৮ সালের হিসাব (সাময়িক)।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-১৯৯৮, পৃঃ ১৩।

+ খনিজ ও খনন, খাতে অবদান ০.১% এর নিচে।

সারণি-৩.১ ঃ দেশজ উৎপাদনে খাতওয়ারী বৃদ্ধির হার (%)
(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮ সাময়িক
১। কৃষি	১.৬	২.২	১.৮	০.৩	-১.০	৩.৭	৬.৪	৩.১
(ক) শস্য	১.২	১.৭	০.৮	-১.৬	-৩.৮	২.৮	৬.২	১.৬
(খ) বনজ সম্পদ	২.১	২.৪	৩.০	৪.০	৪.৫	৪.৩	৪.২	৪.৩
(গ) পশু সম্পদ	২.২	৩.৬	৬.২	৮.৫	৮.৩	৮.০	৮.০	৮.০
(ঘ) মৎস্য সম্পদ	৫.৮	৬.৫	৬.৬	৮.৭	৯.৭	৫.৯	৮.৬	৮.৬
২। খনিজ ও খনন	২১.২	১৭.৫	১৩.৮	১৩.১	১৩.৫	২৬.৭	২৭.৬	২৫.২
৩। শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	২.৪	৭.৩	৯.১	৭.৮	৮.৬	৫.৩	৩.৫	৮.১
(ক) বৃহদায়তন	২.০	১০.৫	১৩.২	১০.২	১১.২	৬.০	৩.৩	১০.১
(খ) ক্ষুদ্রায়তন	২.৯	২.৯	২.৯	৪.০	৪.২	৩.৯	৩.৯	৪.২
৪। নির্মাণ	৪.৫	৪.৫	৪.৮	৬.০	৭.০	৪.০	৪.৯	৬.২
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও সেনিটারী সেবা	২০.৬	১৭.৫	১৩.৪	১৪.০	১১.৩	৯.৯	১.৭	৫.৮
৬। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৩.১	৪.১	৪.৮	৫.৫	৫.৯	৫.০	৬.৫	৬.৭
৭। বাণিজ্যিক সেবা	৩.৯	৪.০	৪.৩	৫.২	১০.১	১০.০	৬.৬	৬.২
৮। গৃহায়ণ সেবা	৩.৪	৩.৪	৩.৮	৩.৮	৩.৮	৩.৮	৩.৯	৩.৯
৯। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৯.৭	৮.৩	৮.৫	৮.৬	৮.৭	৮.৩	৮.৪	১০.৩
১০। ব্যাংক ও বীমা	২.৪	২.৫	৩.০	৩.৫	৪.০	৩.৫	৩.৮	৩.৮
১১। পেশা ও বিবিধ সেবা	৬.২	৬.৪	৬.৮	৭.৩	৭.৩	৬.৭	৭.০	৭.০
স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি	৩.৪	৪.২	৪.৫	৪.২	৪.৪	৫.৩	৫.৯	৫.৬

উৎস ঃ ১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ১৯৯৭/৯৮ সালের হিসাব (সাময়িক)।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-১৯৯৮, পৃঃ ১৩।

সারণি-৩.২ ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮ (সাময়িক)
আউশ	১৩.৩	২১.৮	২০.৭	১৮.৫	১৭.৯	১৬.৮	১৮.৭১	১৮.৭৫ (প্রকৃত)
আমন	৯১.৭	৯২.৭	৯৬.৮	৯৪.২	৮৫.০	৮৭.৯	৯৫.৫২	৮৮.৫০ (প্রকৃত)
বোরো	৬৩.৬	৬৮.০	৬৫.৯	৬৭.৭	৬৫.৪	৭২.২	৭৪.৬০	৭৯.৭৯
মোট চাল	১৭৮.৬	১৮২.৫	১৮৩.৪	১৮০.৪	১৬৮.৩	১৭৬.৯	১৮৮.৮৩	১৮৭.০৪
গম	১০.০	১০.৭	১১.৮	১১.৩	১২.৫	১৩.৭	১৪.৫৪	১৮.০২
মোট খাদ্য শস্য	১৮৮.৬	১৯৩.২	১৯৫.২	১৯১.৭	১৮০.৮	১৯০.৬	২০৩.৩৭	২০৫.০৬
(% পরিবর্তন)	(০.৬)	(২.৪)	(১.০)	(-১.৮)	(-৫.৭)	(৫.৪)	(৬.৭)	(০.৮)

উৎস ঃ ১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; ফুড প্ল্যানিং ও মনিটরিং ইউনিট (খাদ্য মন্ত্রণালয়)।
২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-১৯৯৮, পৃঃ ৩৬।

আয়ের সাথে বিনিয়োগের অনুপাতের ক্রমাগত হ্রাস বা বৃদ্ধি মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হারের হ্রাস বা বৃদ্ধির উপর সরাসরি প্রভাব রাখে। সারণি-৫ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিনিয়োগের হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তি বছরের মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১৭.০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে শতকরা ১৭.৩০ ভাগে দাঁড়ায়। এবং ১৯৯০-৯৫ পর্যন্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জিডিপি'র শতকরা হার প্রতি বছরে ১% হারের কিছুটা কম বা বেশীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এ ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের ভূমিকা সরকারী খাতের তুলনায় অধিকতর প্রবল ছিল।

সারণি-৫ ঃ মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিনিয়োগের শতকরা হার

বছর	জিডিপি এর শতকরা হার	সরকারী	বেসরকারী
১৯৯০/৯১	১১.৫০	৫.৬৮	৫.৮২
১৯৯১/৯২	১২.১২	৫.৪৯	৬.৬৩
১৯৯২/৯৩	১৪.২৬	৬.৪১	৭.৮৫
১৯৯৩/৯৪	১৫.৪২	৭.৫৯	৭.৮৩
১৯৯৪/৯৫	১৬.৬৩	৭.২২	৯.৪১
১৯৯৫/৯৬	১৭.০	৬.২৩	১০.৭১
১৯৯৬/৯৭	১৭.২৮	৬.৫০	১০.৭৮

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৮ পৃঃ ১২।

৪.০ উন্নয়নে দেশীয় সম্পদ

উন্নয়ন কর্মকান্ডে ক্রমান্বয়ে দেশীয় সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার অংশ হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে (১৯৯৮-৯৮) করের ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং কর প্রশাসনের সংস্কার ও কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। কর প্রশাসনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণ এবং কর আদায়ের তদারকি ও মনিটরিং প্রক্রিয়া সুসংহতকরণের পদক্ষেপ আরো জোরদার করা হয়। ফলে, ১৯৯৬/৯৭ সালে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১০.৫

ভাগ বৃদ্ধি পায়[৪]। অপরদিকে, রাজস্ব ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৬.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়[৫]। রাজস্ব ব্যয়ের তুলনায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধির হার বেশী হওয়ায় আলোচ্য বছরে রাজস্ব বাজেটে উদ্বৃতের পরিমাণ শতকরা ২৪.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়[৬]। সরকারের বাজেট ঘাটতি পূর্ববর্তী বছরের মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৬.৩ ভাগের তুলনায় ১৯৯৬-৯৭ সালে শতকরা ৫.৬ [স] ভাগে হ্রাস পায়[৭]। উন্নয়ন বাজেটের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ পূর্ববর্তি বছরের শতকরা ৪২.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে শতকরা ৪৮.৯[৮] ভাগে দাঁড়ায়। কর/জিডিপি অনুপাত ১৯৯৫-৯৬ সালের শতকরা ৯.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে শতকরা ১০.০[স] ভাগে দাঁড়ায়[৯]। উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদান ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে-যা অর্থনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারণে ধনাত্মক (positive) ভূমিকা পালন করে।

৫.০ বৈদেশিক সাহায্য/ঋণ ও ঋণ পরিশোধ

১৯৯৬-৯৭ সালে বাংলাদেশের জন্য প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৬১৬.০ মিলিয়ন ডলার, যা ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রতিশ্রুত ১,২৮০.০ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ২৬.৩ ভাগ বেশী[১০]। ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রতিশ্রুত সাহায্যের মধ্যে ৮১৬.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৫০.৫ ভাগ ছিল অনুদান এবং ৮০০.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৯.৫ ভাগ ছিল ঋণ[১১]। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত প্রতিশ্রুত সর্বমোট ৩৮,০৬২০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে ১৭,৪৭২.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৫.৯ ভাগ ছিল অনুদান[১২]।

১৯৯৬-৯৭ সালে অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৪৭৬.০ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তি বছরের ১,৪৪৪.০ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৩২.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ২,২ ভাগ বেশী[১৩]। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯৭ সালের জুন শেষে অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১,৯৬৪.০ মিলিয়ন ডলার যা মোট প্রতিশ্রুত সাহায্যের শতকরা ৮৪.০ ভাগ[১৪]। মোট অবমুক্ত সাহায্যের মধ্যে ১৫,৫৪০.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৮.৬ ভাগ ছিল অনুদান এবং অবশিষ্ট ১৬,৪২৪.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৫১.৪ ভাগ ছিল ঋণ[১৫]।

---

৪ বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃষ্ঠা-১
৫ পূর্বোক্ত
৬ পূর্বোক্ত
৭ পূর্বোক্ত
স = সংশোধিত
৮ পূর্বোক্ত
৯ পূর্বোক্ত
স = সংশোধিত
১০ বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃষ্ঠা-৯৭
১১ পূর্বোক্ত
১২ পূর্বোক্ত
১৩ পূর্বোক্ত
১৪ পূর্বোক্ত
১৫ পূর্বোক্ত

১৯৯৬-৯৭ সালের অবমুক্ত মোট সাহায্যের মধ্যে ঃ (ক) খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১০১.০ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তি বছরে প্রাপ্ত ১৩৮.০ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ২৬.৮ ভাগ কম[১৬]। (খ) পণ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৬৩.০ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তি বছরে প্রাপ্ত ২২৯.০ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ১৪.৮ ভাগ বেশী[১৭] এবং (গ) প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১,১১২.০ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তি বছরের ১,০৭৭.০ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ৩.২ ভাগ বেশী[১৮]।

১৯৯৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ১৫,৯৬০.০ মিলিয়ন ডলার যা, ১৯৯৬ সালের জুন শেষের স্থিতি ১৫,৫৫০.০ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৪১০.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ২.৬ ভাগ বেশী[১৯] (সারণি-৬)।

সারণি ৬ ঃ বৈদেশিক সাহায্য/ঋণ ও পরিশোধ *

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭**
১	২	৩	৪	৫	৬
১। বৈদেশিক সাহায্য					
ক) অঙ্গীকার	১,২৭৫	২,৪১০	১,৬১২	১,২৮০	১,৬১৬
খ) বিতরণ	১,৬৭৫	১,৫৫৯	১,৭৩৯	১,৪৪৪	১,৪৭৬
গ) ১৯৭২ সাল থেকে মোট অঙ্গীকার	৩১,১৩৬	৩৩,৫৫২	৩৫,১৬৬	৩৬,৪৪৬	৩৮,০৬২
ঘ) ১৯৭২ সাল থেকে মোট বিতরণ	২৫,৭৪৭	২৭,৩০৫	২৯,০৪৪	৩০,৪৮৮	৩১,৯৬৪
২। ঋণ পরিশোধ (মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী)	৩৭৪	৪০২	৪৬৮	৪৬৯	৪৯৪
৩। ৩০শে জুনে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	১২,৭৪৮	১৪,৫৬২	১৫,০৯৯	১৫,৫৫০	১৫,৯৬০
৪। বৈদেশিক ঋণের স্থিতি-মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা অংশ	৫২.৬৩	৫৬.৫৩	৫১.৮৭	৪৮.৭৯	৪৮.৫৯
৫। মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পরিশোধ-রপ্তানী আয়ের শতকরা অংশ	১৫.৬৯	১৫.৮৬	১৩.৪৮	১২.০৮	১১.১৮

উৎস ঃ ১। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
২। বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃঃ-১১৫
*। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন বাদে।
**। ১৯৯৬-৯৭ সালের উপাত্ত সমূহ সাময়িক।

১৬ পূর্বোক্ত
১৭ পূর্বোক্ত
১৮ পূর্বোক্ত
১৯ পূর্বোক্ত

৬.০ বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্য

বাংলাদেশ তার আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রার উপর বাণিজ্য উদ্বৃত্তের সহায়তা নিয়ে চাপ কমাতে পারবে, সে সুযোগ কম। কেননা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নেয়া যায় তা হলো বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে এনে বৈদেশিক ঋণজনিত দায়-দেনার চাপ কমানো। এটি দু'ভাবে হতে পারে (ক) আমদানী কমিয়ে ও রপ্তানী বাড়িয়ে, অথবা (খ) আমদানী বৃদ্ধি হারের থেকে রপ্তানী বৃদ্ধির হার দ্রুততর করে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় বিকল্পটি অনুসরণ করতে পারে[২০]। বাংলাদেশ তার লেনদেনের চলতি হিসেবের ঘাটতি পরিস্থিতি উন্নতির জন্য 'ফরেন রেমিট্যান্স' বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ অব্যাহত রেখেছে।

১১৯৬-৯৭ সালে দেশের বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে ১,০৫০.৬ কোটি টাকার (২৪৫.০ মিলিয়ন ডলার) ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়[২১]। পূর্ববর্তি বছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৩,৪৮১.৩ কোটি টাকা (৮৫২.০ মিলিয়ন ডলার) ঘাট্তি ছিল[২২]। অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর (Private Unrequited Transfers) খাতে নীট প্রাপ্তির পরিমাণ পূর্ববর্তি বছরের ৬,০২৭.৪ কোটি টাকা (১,৪৭৫.০ মিলিয়ন ডলার) থেকে ১,৫৩৬.৬ কোটি টাকা (২৯৫.০ মিলিয়ন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ৭,৫৬৪.০ কোটি টাকায় (১,৭৭০.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়[২৩]। নীট মূলধনের অন্তর্মুখী প্রবাহ ১৯৯৫-৯৬ সালের ২,৪৯১.৪ কোটি টাকা (৬১০.০ মিলিয়ন ডলার) থেকে ৯১.৭কোটি টাকা (৪৮.০ মিলিয়ন ডলার) হ্রাস পেয়ে ২,৩৯৯.৭ কোটি টাকায় (৫৬২.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়[২৪]। নীট মূলধনের অন্তর্মুখী প্রবাহ হ্রাস পাওয়া স্বত্ত্বেও সেবা খাত ও অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর খাতে নীট্ প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে পূর্ববর্তি বছরের তুলনায় ঘাটতি হ্রাস পাওয়ায় আলোচ্য বছরে দেশের সার্বিক লেনদেন ভারাসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পায়। বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্যের বিস্তারিত বিবরণ সারণি-৭ এ দেখা যায়।

---

২০ আক্কাছ, এস, এম, আলী ঃ "বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো ও বাণিজ্য নীতি ঃ একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা" প্রশাসন সমীক্ষা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৯৬।

২১ বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক পৃষ্ঠা ৬৪।

২২ পূর্বোক্ত

২৩ পূর্বোক্ত

২৪ পূর্বোক্ত

সারণি-৭ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫		১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭ (সাময়িক)	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
রপ্তানী (এফওবি) *	৯,২৫৭.৫	২,৩৮৩	১০,০৯৭৬	২,৫৩৪	১৩,৯২৮৫	৩,৪৭৩	১৫,৮৭৯.১	৩,৮৮২	১৮,৮১৩.০	৪,৪১৮
আমদানি (সি এন্ড এফ)* *	-১৫,৯৩৩৯	-৪,০৭১	-১৬,৭৬৬.০	-৪,১৯১	২৩,৫৪৫.৭	-৫,৮৩৪	-২৮,০৯৭.৬	-৬,৮৮১	-৩০,৪০৩.০	-৭,১২০
(তন্মধ্যে খাদ্যশস্য)	(৬৯০.৪)	(১৭৬)	(৬০৩.৩)	(১৫১)	(১,৯১৩.৫)	(৪৭৬)	(২,৩৯৩.০)	(৫৮৬)	(৭৬৮.৬)	(১৮০)
বাণিজ্যের স্থিতি	-৬,৬৭৬.৪	-১,৬৮৮	-৬,৬৬৮.৪	-১,৬৫৭	-৯,৫২৬.২	-২,৩৬১	-১২,২১৮.৫	-২,৯৯৯	-১১,৫৯০০	-২,৭০২
সেবা (নীট)	১২.৬	৩	-৩৭.৫	-১০	-৫২০.৫	-১৩০	-৪৬১.১	-১১৩	১২৮.১	৩০
ক) অন্তঃ প্রবাহ	২,৪১৪.১	৬১৭	২,৬৮০.৮	৬৭০	৩,২৯৩.৭	৮১৯	৩,৩০০.৩	৮০৮	৩,২৮৭.৯	৭৭০
খ) বহিঃ প্রবাহ	-২,৪০১.৫	-৬১৪	-২,৭১৮.৩	-৬৮০	-৩,৮১৪.২	-৯৪৯	-৩,৭৬১.৪	-৯২১	-৩,১৫৯.৮	-৭৪০
(তন্মধ্যেঃ সুদ পরিশোধ)	(৬০৬.৭)	(১৫৫)	(৬১০.৭)	(১৫৩)	(৬৮০.০)		(৬১৮.১)	২১	(৭৩৯.৩)	(১৭৩)
অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর	৪,১৬৯.৪	১,০৬৭	৪,৯৮৪.৮	১,২৪৭	৫,৭৩০.৩	১,৪২৬		২,৪৭৫	৭,৫৬৪.০	১,৭৭০
(তন্মধ্যে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ)	৩,৬৯৮.৪	৯৪৪	৪,৩৫৪.৯	১,০৮৯	৪,৮১৪.৪	১,১৯৮	৪,৯৭৭.৮	১,২১৭	৬,৩০৪.৩	১,৪৭৫
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	-২,৪৯৪.৪	-৬১৮	-১,৭২১.১	-৪২০	-৪.৩		-৬,৬৫২.২	-১,৬৩৭	-৩,৮৯৭.৯	-৯০২
মূলধনী হিসাব (নীট)	৪,৯৯৭.৮	১,২৭৭	৫,০৪৭.৭	১,২৬২	৫,৬০০.৮	১,৩৯৩	২,৪৯১.৪	৬১০	২,৩৯৯.৭	৫৬২

উৎস ঃ ১। পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃঃ ১০০।

* রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিডেসহ)।

* * ইপিজেডসহ।

সারণী-৭ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(চলমান-১)

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫		১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭ (সাময়িক)	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সাহায্য প্রাপ্তি[১]	৬,৫৫৫.৯	১,৬৭৫	৬,২৩৪.৭	১,৫৫৯	৬,৯৯০.৮	১,৭৩৯	৫,৮৯৫.৯	১,৪৪৪	৬,৩০২.৬	১,৪৭৬
ক) খাদ্য	(৪৭৩.৬)	(১২১)	(৪৭১.৪)	(১১৮)	(৫৫২.৫)	(১৩৭)	(৫৬৩.৬)	(১৩৮)	(৪৩১.৩)	(১০১)
খ) পণ্য	(১,৪৫৬.০)	(৩৭২)	(১,৮০৫.১)	(৪৫১)	(১,৩৩৭.৬)	(৩৩৩)	(৯৩৬.৬)	(২২৯)	(১,১২৩.০)	(২৬৩)
গ) প্রকল্প	(৪,৬২৬.৩)	(১,১৮২)	(৩,৯৫৮.২)	(৯৯০)	(৫,১০০.৭)	(১,২৬৯)	(৪,৩৯৫.৭)	(১,০৭৭)	(৪,৭৪৮.৩)	(১,১১২)
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৯৩৫.৪	-২৩৯	-১,০৫৭.২	-২৬৪	-১,২৬১.০	-৩১৪	-১,২৮৯.৬	-৩১৬	-১,৪০৪.৮	-৩২৯
খাদ্য খাতে ঋণ (নীট)	-৩১.৩	-৮	-৪৪.৫	-১১	–	–	–	–	–	–
ক) ধার	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
খ) পরিশোধ	(-৩১.৩)	(-৮)	(-৪৪.৫)	(-১১)	–	–	–	–	–	–
ট্রাষ্ট ফান্ড	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
বিমান ক্রয়ের জন্য ঋণ (নীট)	-৩৫.২	-৯	-৩৪.৫	-৯	-৩৭.৪	-৯	১১৪.৪	২৮	১৯৪.৭	৪৬
অন্যান্য মূলধন-[২]	-৫৫৬.২	-১৪২	-৫০.৮	-১৩	-৯১.৬	-২৩	-২,২২৯.৩	-৫৪৬	-২,৬৯২.৮	-৬৩১

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃঃ ১১১।

১। সরকারী অনুদানসহ।

২। ট্রেড ক্রেডিট এবং ইপিজেড-এর ট্রেড ব্যালান্স এতে অন্তর্ভূক্ত।

– = নেই।

সারণি-৭ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(চলমান-২)

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫		১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭ (সাময়িক)	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	-১৭৩.১	-৬৪	-৪৯৬.৮	-১৩৫	৫৬৭.৮	১৩২	৬৭৯.৫	১৭৫	৪৪৭.৬	৯৫
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	২,৩৩০.৩	৫৯৫	২,৮২৯.৮	৭০৭	১,৮৫২.২	৪৬০	-৩,৪৮১.৩	-৮৫২	-১,০৫০.৬	-২৪৫
আর্থিক প্রবাহ (-বৃদ্ধি)	-২,৩৩০.৩	-৫৯৫	-২,৮২৯.৮	-৭০৭	-১,৮৫২.২	-৪৬০	৩,৪৮১.৩	৮৫২	১,০৫০.৬	২৪৫
বাংলাদেশ ব্যাংক	-২.১৬০.০	-৫৫২	-২,৬৩৯.০	-৬৬০	-১,৭২৬.৯	-৪২৯	৩,২১৪.৫	৭৮৭	৬০৯.১	১৪২
বৈদেশিক মুদ্রা ৩	-২,১৬৯.৫	-৫৫৪	-২,৩৫৮.৯	-৫৯০	-১,৪৮৪.১	-৩৬৯	৩,৪৮২.৩	৮৫৩	১,০৬৯.৪	২৫০
দায়	৯.৫	২	-২৮০.১	-৭০	-২৪২.৮	-৬০	-২৬৭.৮	-৬৬	-৪৬০.৩	-১০৮
তম্মধ্যে ঃ										
আইএমএফ এর ঋণ	(৯.৫)	(২)	(-২৮০.১)	(-৭০)	(-২৪২.৮)	(-৬০)	(-২৬৭.৮)	(-৬৬)	(-৪৬০.৩)	(-১০৮)
প্রাপ্তি	(৩১৭.৪)	(৮১)	–	–	–	–	–	–	–	–
পরিশোধ	(৩০৭.৯)	(-৭৯)	(-২৮০.১)	(-৭০)	(২৪২.৮)	(-৬০)	(-২৬৭.৮)	(-৬৬)	(-৪৬০.৩)	(-১০৮)
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমানত	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	-১৭০.৩	-৪৩	-১৯০.৮	-৪৭	-১২৫.৩	-৩১		৬৫	৪৪১.৫	১০৩
ক) সম্পদ	-১৫৭.৯	-৪০	-২০৬.৩	-৫১	১০১.১	-২৫	১০৬.১		৩৭৬.৩	৮৮
খ) দায়-[৪]	-১২.৪	-৩	১৫.৫	৪	-২৪.২	-৬	১৬০.৪	৬০	৬৫.২	১৫

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃঃ ১১১২।

৩। সরকারী অনুদানসহ।

৪। ট্রেড ক্রেডিট এবং ইপিজেড-এর ট্রেড ব্যালান্স এতে অন্তর্ভুক্ত।

– = নেই।

৭.০ আমদানী ব্যয় ও রপ্তানী আয়

১৯৯৬-৯৭ সালে আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০,৪০৩.০ কোটি টাকা, যা ১৯৯৫-৯৬ সালের আমদানী ব্যয় ২৮,০৯৭.৬ কোটি টাকার তুলনায় ২,৩০৫.৪ কোটি টাকা বা শতকরা ৮.২** ভাগ বেশী [২৫]। লেনদেনের প্রকার অনুযায়ী আলোচ্য বছরে নগদ, বিনিময় ও বিশেষ বাণিজ্য এবং ধার/ঋণ/ অনুদানের আওতায় আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২,৯১৭.৫ কোটি টাকা (শতকরা ৭৫.৪ ভাগ) ১৫৩.৭ কোটি টাকা (শতকরা ০.৫ ভাগ) এবং ৫৬১৫.২ কোটি টাকা (শতকরা ১৮.৫) এবং ইপিজেড এর আমদানী ১,৭১৬.৬ কোটি টাকা (শতকরা ৫.৬ ভাগ)[২৬] (সারণি-৮)। আমদানী পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ খাদ্য শস্য, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, তেলবীজ ও ভোজ্যতেল, সিমেন্ট, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, সার, তুলা, সুতা, ডাইং ও টেক্সটাইল সামগ্রী ইত্যাদি।

১৯৯৬-৯৭ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮,৮১৩.০ কোটি টাকা, যা ছিল ১৯৯৫-৯৬ সালে অর্জিত ১৫,৮৭৯.১ কোটি টাকার তুলনায় ২,৯৩৩.৯ কোটি টাকা বা শতকরা ১৮.৫ ভাগ এবং আলোচ্য বছরের লক্ষ্যমাত্রা ১৮,৩৯৬.০ কোটি টাকার (৪,৩৮০.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ২.৩ ভাগ বেশী[২৭]। প্রধানত তৈরী পোশাক, কাঁচা পাট, চা, মৎস্য (হিমায়িত চিংড়িসহ) এবং সার খাতসমূহ থেকে রপ্তানী আয় বৃদ্ধির ফলেই আলোচ্য বছরে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পায় (সারণি-৯)।

** ডলারের হিসেবে আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছ শতকরা ৩.৫ ভাগ।

২৫ বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃষ্ঠা-৬০।

২৬ পূর্বোক্ত।

২৭ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৬৩

সারণি-৮ ঃ পণ্য আমদানী (ব্যয়)

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫		১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭ (সাময়িক)	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
মোট আমদানী (সি এন্ড এফ) (ক+খ+গ)	১৫,৯৩৩.৯	৪,০৭১	১৬,৭৬৬.০	৪,১৯১	২৩,৪৫৪.৭	৫,৮৩৪	২৮,০৯৭.৬	৬,৮৮১	৩০,৪০৩.০	৭,১২০
ক) খাদ্যশস্য	৬৯০.৪	১৭৬	৬০৩.৩	১৫১	১,৯১৩.৫	৪৭৬	২,৩৯৩.০	৫৮৬	৭৬৮.৬	১৮০
১। চাল	(০.৯)	(-)	(৪০.৯)	(১০)	(৮৮৪.৪)	(২২০)	(১,৪৬১.৯)	(৩৫৮)	(১১৫.৩)	(২৭)
২। গম	(৬৮৯.৫)	(১৭৬)	(৫৬২.৪)	(১৪১)	(১,০২৯.১)	(২৫৬)	(৯৩১.১)	(২২৮)	(৬৫৩.৩)	(১৫৩)
খ) খাদ্যশস্য বাদে	১৪,৯১০.৪	৩,৮১০	১৫,৬৭৮.৩	৩,৯১৯	২০,৭৪৯.৩	৫,১৬১	২৪,৬৩৮.৮	৬,০৩৪	২৭,৯১৭.৮	৬,৫৩৮
১। দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য	২৫২.৮	৬৫	১৪৮.৬	৩৭	১৬৩.১	৪১	২১৬.৪	৫৩	২২৬.৩	৫৩
২। মসলা	৯২.০	২৪	৮৯.১	২২	৬২.৬	১৬	৯৩.৯	২৩	৫১.২	১২
৩। তেলবীজ	১৩৭.০	৩৫	১৫৮.১	৪০	৩২১.৮	৮০	৩৬৩.৪	৮৯	২৯৮.৯	৭০
৪। ভোজ্য তেল	৫৯৬.৭	১৫২	৪৬৬.২	১১৭	৮৮৩.৪	২২০	৭৩১.০	১৭৯	৭৬৮.৬	১৮০
৫। নারিকেল তেল	৭.৬	২	৯.২	২	১৬.২	৪	২০.৪	৫	১৭.১	৪
৬। চিনি	৫১.৮	১৩	৫২.৯	১৩	১৩০.৪	৩২	২৪.৫	৬	২৩৪.৯	৫৫
৭। সিমেন্ট	৪৪৮.৪	১১৫	৩৯৯.২	১০০	৪৬৫.২	১১৬	৬৯৮.৩	১৭১	৬৪০.৫	১৫০
৮। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৭০৯.৭	১৮১	৪৬৫.৫	১১৬	৭১১.৬	১৭৭	৬৭৭.৯	১৬৬	৯৬৯.৩	২২৭
৯। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৬৭৩.৯	১৭২	৬৭১.৩	১৬৮	৮২৮.৩	২০৬	১,১৮৪.৩	২৯০	১,৫৯২.৭	৩৭৩
১০। রাসায়নিক দ্রব্য	৪৯৫.০	১২৬	৫৭৬.৬	১৪৪	৬২৩.১	১৫৫	৮২০.৮	২০১	৯৩৯.৪	২২০

সারণি-৮ ঃ পণ্য আমদানী (ব্যয়)

চলমান-১

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫		১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭ (সাময়িক)	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১১। ঔষধ সামগ্রী	৫০.৪	১৩	৫৯.৭	১৫	৬৫.০	১৬	৮১.৭	২০	৮৯.৭	২১
১২। সার	৫১২.৭	১৩১	৫৪০.১	১৩৫	৫৭০.৯	১৪২	৩৯৬.১	৯৭	৬৪০.৫	১৫০
১৩। ডাইং ও টেনিং প্রক্রিয়া-জাতকরণ সামগ্রী	১৩১.৭	৩৪	১৪৬.৫	৩৬	২০০.০	৫০	২২৪.৬	৫৫	২৫৬.২	৬০
১৪। তুলা	৩২২.২	৮২	২৮৭.৯	৭২	৫৪২.৭	১৩৫	৭৫৫.৫	১৮৫	৭৬৮.৬	১৮০
১৫। সুতা	৪৯৮.৩	১২৭	৬৭০.৮	১৬৮	৮০৫.৯	২০০	১,২০৮.৮	২৯৬	১,৬০১.৩	৩৭৫
১৬। টেক্সটাইল এবং আনুষংগিক উপকরণ	২,৬৯০.১	৬৮৭	৩,৩৬৪.৪	৮৪১	৪,১২০.৬	১,০২৫	৪,২৫৯.২	১,০৪৩	৪,৭৮২.৫	১,১২০
১৭। তন্তুজাত দ্রব্য	১২০.৫	৩১	১২৩.৭	৩১	১৬০.৮	৪০	১৭৫.৬	৪৩	২১৩.৫	৫০
১৮। লৌহ এবং ইস্পাত	৪১৫.১	১০৬	৫১৮.৭	১৩০	৮২৮.১	২০৬	১,৩১৪.৯	৩২২	১,৬০১.৩	৩৭৫
১৯। মূলধনী দ্রব্য	৫,২৬৬.৫	১,৩৪৬	৫,১৯৫.৯	১,২৯৯	৬,৭৮৫.৮	১,৬৮৮	৭,৮৩২.৪	১,৯১৮	৮,৫৪০.২	২,০০০
২০। অন্যান্য	১,৪৩৮.০	৩৬৮	১,৭৩৩.৯	৪৩৩	২,৪৬৩.৮	৬১২	৩,৫৫৯.১	৮৭২	৩,৬৮৫.১	৮৬৩
গ) ইপিজেড-এর আমদানি	৩৩৩.১	৮৫	৪৮৪.৪	১২১	৭৯১.৯	১৯৭	১,০৬৫.৮	২৬১	১,৭১৬.৬	৪০২

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃঃ ১১৪।

– = নেই।

সারণি-৯ ঃ পণ্য রপ্তানী (আয়)

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫		১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
মোট রপ্তানী (এফওবি) (ইপিজেডসহ)	৯,২৫৭.৫	২,৩৮৩	১০,০৯৭.৬	২,৫৩৪	১৩,৯২৮.৫	৩,৪৭৩	১৫,৮৭৯.১	৩,৮৮২	১৮,৮১৩.০	৪,৪১৮
১। কাঁচা পাট	২৮৮.৮	৭৪	২২৭.২	৫৭	৩১৮.৭	৭৯	৩৭১.১	৯১	৪৯৫.৩	১১৬
২। পাটজাত দ্রব্য (কার্পেটসহ)	১,১৩৫.৯	২৯২	১,১৩০.৯	২৮৪	১,২৭৮.৬	৩১৯	১,৩৪৫.৩	৩২৯	১,৩৫৩.৫	৩১৮
৩। চা	১৫৯.৮	৪১	১৫২.১	৩৮	১৩১.৫	৩৩	১৩৫.৫	৩৩	১৬২.৪	৩৮
৪। চামড়া	৫৭৪.৬	১৪৮	৬৭০.২	১৬৮	৮১০.৫	২০২	৮৬৫.৯	২১২	৮৩২.৪	১৯৫
৫। মাছ ও চিংড়ি	৬৬৪.৪	১৭১	৮৮১.৮	২২১	১,২২৫.৯	৩০৬	১,২৮৩.০	৩১৩	১,৩৬৫.৭	৩২১
৬। তৈরী পোশাক *	৫,৬১৪.০	১,৪৪৫	৬,১৯৯.৮	১,৫৫৬	৮,৯৫২.৯	২,২৩২	১০,৪১৭.৮	২,৫৪৭	১২,৭৭৯.৩	৩.০০১
৭। ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল ও বিটুমিন	১৪৩.০	৩৭	৬২.৩	১৬	৫৪.৩	১৪	৪৪.৫	১১	৭০.০	১৬
৮। নিউজপ্রিন্ট	২.৭	১	১.৪	–	–	–	–	–	–	–
৯। সার	১৯৮.৮	৫১	২০৪.৭	৫১	৩৬৩.১	৯১	৩৮৭.১	৯৫	৪৪৩.৪	১০৪
১০। অন্যান্য	৪৭৫.৫	১২৩	৫৬৭.২	১৪৩	৭৯৩.০	১৯৭	১,০২৮.৯	২৫১	১,৩১১.০	৩০৯

উৎস ঃ ১। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃঃ ১১৩।

* নিট ওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদিসহ।

– = নেই।

৮.০ রেমিট্যান্স

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সারণি-১০ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় প্রতি বছরে এ অর্থের পরিমাণ ক্রমাগত হারে বাড়ছে এবং প্রবাসীদের সংখ্যা ১৯৯৪-৯৫ সালে সর্বাধিক (২০০,০০) ছিল।

সারণি-১০ ঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের সংখ্যা এবং তাঁদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

বছর	প্রবাসীদের সংখ্যা ('০০০')	শ্রমজীবীদের প্রেরিত অর্থ	
		মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকায়
১৯৮১/৮২	৬৮	৪১২	৮৪০
১৯৮২/৮৩	৬৪	৬১৭	১৪৮০
১৯৮৩/৮৪	৫০	৫৯৬	১৪৯১
১৯৮৪/৮৫	৬৯	৪৩৯	১১৪৬
১৯৮৫/৮৬	৭৮	৫৫৫	১৬৬১
১৯৮৬/৮৭	৬১	৬৯৬	২১৩৬
১৯৮৭/৮৮	৭৪	৭৩৭	২৩০৪
১৯৮৮/৮৯	৮৭	৭৭১	২৪৭৭
১৯৮৯/৯০	১১০	৭৬১	২৪৯৬
১৯৯০/৯১	৯৭	৭৬৪	২৭২৬
১৯৯১/৯২	১৮৫	৮৪৮	৩২৪২
১৯৯২/৯৩	২৩৮	৯৪৪	৩৬৯৮
১৯৯৩/৯৪	১৯২	১০৮৯	৪৩৫৫
১৯৯৪/৯৫	২০০	১১৯৮	২৮১৪
১৯৯৫/৯৬	১৮১	১২১৭	৪৯৭৮
১৯৯৬/৯৭ (জুলাই-এপ্রিল)		১২০৩	৫১১৮

উৎস ঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।

১। বার্ষিক রিপোর্ট-১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃষ্ঠা-৬৫।

২। পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৩।

৯.০ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি-১১ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৬-৯৭ সালে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

(আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত রিজার্ভসহ) ১৯৯৬ সালের জুন শেষের ৮,৪৯০.৬ কোটি টাকা (২,০৩৯.০ মিলিয়ন ডলার) থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭ সালের জুন শেষে ৭৪৮৫.৭ কোটি টাকায় (১,৭১৯.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ১,২৩০৮.৯ কোটি টাকা। (৩,০৭০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বিগত ৪টি অর্থ বছর থেকে কম হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে বিগত কয়েক বছরের ধারাবাহিক রাজনৈতিক অস্থিরতা উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বিবরণ সারণি-১১ এ দেখানো হয়েছে।

১০.০ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের মুদ্রার বিনিময় হার সারণি-১২তে উল্লেখ করা হলো। সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের মধ্যে বিনিময় হার মোটামুটি স্থিতিশীল (৩৯.১৯-৪০.৮৪ টাকার মধ্যে) থাকলেও ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় (১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের ৪০.৮৪ টাকার স্থলে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে এ বিনিময় হার ৪২.৭০ টাকায় দাঁড়ায়)। এবং বর্তমানে বিনিময় হার আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮.৩০ টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা ১৯৯৭ সালের ৩০শে জুনে ছিল ৪৩.৬৫ টাকা। বিনিময় হারের ক্রমাগত অবনতির অন্যতম কারণ হিসেবে বহির্বাণিজ্যে বাংলাদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বজায় রাখা এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বদেশে অর্থ প্রেরণের উৎসাহ অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার আবশ্যকতার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের পরিবর্তনের আলোকে টাকার বিনিময় হার ক্রমাগতভাবে পুনঃনির্ধারণে নমনীয় বিনিময় হার নীতির (Flexible Exchange Rate Policy) অনুসরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সারণি-১১ ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বছর (জুন শেষের স্থিতি)	মোট রিজার্ভ	
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩
১৯৮০-৮১	৪,৫২৩	২৫০
১৯৮১-৮২	২,৬৯৮	১২২
১৯৮২-৮৩	৮,৭৬৫	৩৫৮
১৯৮৩-৮৪	১৩,৫৯৫	৫৩৯
১৯৮৪-৮৫	১১,০৬৮	৩৯৫
১৯৮৫-৮৬	১৪,৪০৮	৪৭৬
১৯৮৬-৮৭	২২,১৫১	৭১৫
১৯৮৭-৮৮	২৬,৯৬৩	৮৫৬
১৯৮৮-৮৯	২৯,৪৫৪	৯১৩

সারণি-১১ ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

(চলমান-১)

বছর (জুন শেষের স্থিতি)	মোট রিজার্ভ	
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩
১৯৮৯-৯০	১৮,১৬১	৫২০
১৯৯০-৯১	৩১,৫০১	৮৮০
১৯৯১-৯২	৬২,৭১৩	১,৬০৮
১৯৯২-৯৩	৮৪,৪০৭	২,১২১
১৯৯৩-৯৪	১,১১,২৮৯	২,৭৬৫
১৯৯৪-৯৫	১,২৩,০৮৯	৩,০৭০
১৯৯৫-৯৬	৮৪,৯০৬	২,০৩৯
১৯৯৬-৯৭	৭৪,৮৫৭	১,৭১৯
১৯৯৭-৯৮ (১৩.০৫.৯৮)	–	১,৯০৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-১৯৯৬-৯৭, পৃঃ ১১৬।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত রিজার্ভসহ।

সারণি-১২ ঃ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

(টাকার ডলার হারের গড়)

বছর	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা (বার্ষিক গড়)
১	২
১৯৮০-৮১	১৬.৪৫৯৯
১৯৮১-৮২	২০.০৬৫২
১৯৮২-৮৩	২৩.৭৯৫৩
১৯৮৩-৮৪	২৪.৯৪৩৭
১৯৮৪-৮৫	২৫.৯৬৩৪
১৯৮৫-৮৬	২৯.৮৮৬১
১৯৮৬-৮৭	৩০.৬২৯৪
১৯৮৭-৮৮	৩১.২৪২২
১৯৮৮-৮৯	৩২.১৩৯৯
১৯৮৯-৯০	৩২.৯২১৪
১৯৯০-৯১	৩৫.৬৭৫২
১৯৯১-৯২	৩৮.১৪৫৩
১৯৯২-৯৩	৩৯.১৩৯৫
১৯৯৩-৯৪	৪০.০০০৯
১৯৯৪-৯৫	৪০.২০০৫
১৯৯৫-৯৬	৪০.৮৩৬৫
১৯৯৬-৯৭	৪২.৭০০৮
১৯৯৮এর অক্টোবর পর্যন্ত	৪৮.৩০

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-১৯৯৬-৯৭, পৃঃ ১১৭।

১১.০ অর্থনীতির গতি প্রকৃতির বিশ্লেষণে দারিদ্র

সরকারের উন্নয়ন নীতি ও লক্ষ্যসমূহের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন একটি প্রধান লক্ষ্য। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭/৯৮-২০০১/০২) এ লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে উন্নয়ন কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে।

দারিদ্র পরিস্থিতি ঃ দেশে দারিদ্র ব্যাপক। খানার ব্যয় নির্ধারণ জরীপ ভিত্তিতে (Household Expenditure Survey-HES) মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরী গ্রহণ মাপকাঠিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১-৯২ সালে পল্লী জনগোষ্ঠীর ৪৭.৮ শতাংশ দারিদ্র সীমার নিচে ছিল যারা ২১২২ কিলো ক্যালরীর কম খাদ্য গ্রহণ করে। চরম দারিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল ২৮.৩ শতাংশ যারা ১৮০৫ কিলো কম ক্যালরীর খাদ্য গ্রহণ করে। শহর অঞ্চলে পরিস্থিতি ছিল প্রায় একই পর্যায়ে, ৪৬.৭% দারিদ্র সীমার নিচে এবং ২৬,২% চরম দারিদ্র সীমার নিচে (সারণি-১৩.১)। ১৯৯৫ সালে এ জরীপ অনুষ্ঠিত হলেও এর তথ্যাদি প্রকাশিত হয়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ১৯৯৪ সাল হতে দারিদ্র পরিবীক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের উদ্যোগে এপ্রিল'৯৫ তে পল্লী অঞ্চলে অনুষ্ঠিত জরীপ হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় ৪৭.৬ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় খানা ব্যয় জরীপের অন্তর্ভুক্ত নমুনা এলাকা হতে গৃহীত ৬১টি জেলায় ৭৫টি নমুনা এলাকার ২২৫০টি খানা (Household) হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ছে। উক্ত জরীপ হতে প্রাপ্ত দরিদ্র গোষ্ঠীর বিভিন্ন খাদ্য হতে দৈনিক ক্যালরী গ্রহণ চিত্র সারণি-১৩.৩ এ দেখা যায়[২৮]। এ সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শহর ও পল্লী এলাকায় দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ক্রমাগত হারে কমছে।

দারিদ্র পরিমাপে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, পল্লী অঞ্চলে শতকরা ৫০ ভাগের বেশী জনগণ দরিদ্র (৫১.৭%, ১৯৯৪সন)। এর মধ্যে চরম দরিদ্র প্রায় ২২.৫ ভাগ (সারণি-১৩.২)। প্রতিবেদনে অবশ্য পল্লী অঞ্চলে এ দরিদ্র গোষ্ঠীর জীবন যাত্রায় বিভিন্ন

---

২৮ BBS : Report of the Poverty Monitroing Survey, December, 1996

ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে আর্থিক, শিক্ষা, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি[২৯]।

শহর ও নগরে দারিদ্র সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং শহর অঞ্চলে দারিদ্র প্রকট আকার ধারণ করছে। যদিও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী (সারণি-১৩.১) ১৯৯১-৯২ সালে শহর অঞ্চলে ৪৬.৭ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে ছিল, ১৯৯৫ সালের শহর দারিদ্রের উপর এক জরীপে শতকরা ৬০.৮৬ ভাগ পরিবার দরিদ্র এবং শতকরা ৪০.২ ভাগ চরম দরিদ্র বলে চিহ্নিত করা হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯০ ভাগ পরিবার নিরাপদ খাবার পানি (টিউবওয়েল ও কলের পানি) এবং শতকরা ৪১ ভাগ সেনিটারী ল্যাট্রিনের সুযোগ পাচ্ছে[৩০]।

উপর্যুক্ত তথ্য বিশ্লেষণ অনেকটা সাম্প্রতিক (১৯৯৪/৯৫)। সময়ের প্রেক্ষিতে দারিদ্র পরিস্থিতির নিম্ন চিত্র দেখা যায় ঃ

বিবিএস তথ্য (HES) অনুযায়ী দারিদ্র্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায় (সারণি ১৩.২)। ১৯৮১/৮২ সাল হতে ১৯৯১/৯২ সালে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠী ৭৩.৮ শতাংশ হতে ৪৭.৮ শতাংশে হ্রাস পায় এবং চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী ৫২.২ শতাংশ হতে হ্রাস পায় ২৮.৩ শতাংশে। তবে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৮৫-৯২

---

২৯ BIDS : 1987-1994: Dynamics of Rural Poverty in Bangladesh, April, 1996

দেশে ৬২টি জেলায়, ৬৪টি ইউনিয়ন ১২৪টি গ্রামে ১৩১৬টি পরিবারের উপর জরীপ কাজ করা হয় এবং দারিদ্র সীমা নির্ধারণের জন্য জনপ্রতি দৈনিক ন্যূনতম ২১১২ কিলো ক্যালোরী এবং ৫৮ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আয় সীমা নির্ধারণ করা হয়। জরীপে আশির দশকের শেষ দিক (১৯৮৭) হতে নব্বই দশকে (১৯৯৪) পল্লী দারিদ্র কিছুটা লাঘব দেখা যায় (সারণি ১৩.২)। এতে ১৯৯৪ সালের জন্য খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত ব্যয়সহ দারিদ্র আয় সীমা ধরা হয় মাথাপিছু বাৎসরিক ৬২৮৭ টাকা এবং চরম দারিদ্রের জন্য ৩৭৫২ টাকা (উক্ত বছরের চলতি মূল্যে)। ১৯৮৭ সালের জন্য আয় সীমা ধরা হয়েছিল যথাক্রমে ঐ বছরের চলতি মূল্যে ৪১৫০ টাকা এবং ২৪৮০টাকা।

৩০ Study of Urban poverty in Bangladesh, April, 1996

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়িত এবং পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পরিচালিত এ জরীপ প্রকল্পে ১০টি শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর, টাংগাইল, হাজীগঞ্জ ও পাংশা) পরিবার ভিত্তিক জরীপ পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত জরীপে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ক্যালরী গ্রহণে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত ব্যয় নির্বাহের জন্য পারিবারিক দরিদ্র আয় সীমা ৩৫০০ টাকা এবং চরম দারিদ্রের মাসিক আয় সীমা ২৫০০টাকা এর ভিত্তিতে দারিদ্রের পরিমাপ করা হয়েছে (পরিবার ভিত্তিক ৪.৩৬ সদস্য)। তবে সার্ভেকৃত এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮০% নিজেদের দরিদ্র বলে মনে করে এবং এ মতামতের ভিত্তিতে এ সার্ভে ৪৮% কে দরিদ্র বলে বিবেচনা করে।

সালে চরম দরিদ্র ২২ শতাংশ হতে ২৮.৩ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫ সালের দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরীপে পল্লী দারিদ্র প্রায় একই পর্যায়ে (৪৭.৬%) রয়েছে বলে দেখা যায়। যদিও ১৯৯৪ সালের একই প্রকল্পের জরীপে দারিদ্র ছিল ৪৪ শতাংশ। অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে দারিদ্র বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে বিআইডিএস উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৭ হতে ১৯৯৪ এ পল্লী দারিদ্র ৫৭.৫ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৫১.৭ শতাংশে দাঁড়ায়। চরম দরিদ্র হ্রাস পেয়ে ২৫.৮ শতাংশ হতে ২২.৫ শতাংশে। দারিদ্র সীমাও দারিদ্রের ব্যবধান (Poverty gap) ২১,৭ শতাংশ হতে ১৯.২ শতাংশে হ্রাস পায় এবং এফজিটি সূচক হ্রাস পায় ১০.৯ শতাংশ হতে ৯.৬ শতাংশে[৩১]। তবে বিবিএস এর তথ্যের তুলনায় পল্লী দারিদ্র বৃদ্ধি এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়।

শহর দারিদ্রের ক্ষেত্রে বিবিএস এর তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১/৯২ পর্যন্ত শহর দারিদ্র ছিল ৪৬.৭ শতাংশ। পরিকল্পনা কমিশন ষ্টাডিতে ১৯৯৫ সালে শহর দারিদ্র ছিল প্রায় ৬১ শতাংশ[৩২]। বিভিন্ন সংস্থার দারিদ্র পরিস্থিতির বিভিন্ন চিত্র পাওয়া গেলেও তা দেশে ব্যাপক দারিদ্র নির্দেশ করে। পল্লী অঞ্চলে প্রাকৃতিক, ব্যাধি ও অন্যান্য কারণজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় (Crisis Coping) আয়ের অনেকাংশ লাঘব পায় যা পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আয়ের ২২% চরম দরিদ্রের ক্ষেত্রে ২৭%[৩৩]।

পল্লী অঞ্চলে অসম ভূমি মালিকানা এবং শহর ও পল্লী অঞ্চলে অসম আয় বন্টন কর্মসংস্থানের অভাব এবং সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার দারিদ্র পরিস্থিতিকে প্রভাবান্বিত করে। বিআইডিএস এর উল্লিখিত জরীপে (যাতে পল্লী দারিদ্র ৫১.৭% দেখানো হয়েছে) সর্বোচ্চ আয়ের ১০% পরিবার মোট জমির ৫০.৬% জমির মালিক, মধ্যম ৪০%, ২৮% জমির মালিক এবং সর্বনিম্ন ৪০%, ২% জমির মালিক। এদের মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য যথাক্রমে ৩১.৬%, ৩৫.৮% এবং ১৫.৭%। দারিদ্র্য সীমার মধ্যে ০.৫ একর জমির মালিকানায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রায় ৬৪.৭[৩৪]।

---

৩১ বিআইডিএস এর ষ্টাডিতে ১৯৮৭ হতে ১৯৮৯/৯০ সময়কালে দারিদ্র ৫৭.৫% হতে ৫৯.৩% এ বৃদ্ধি এবং ১৯৮৯/৯০ হতে ১৯৯৪এ ৫৯.৩% হতে ৫১.৭% এ হ্রাস পায়। ১৯৮৯/৯০ সালের দারিদ্র পরিস্থিতির জন্য ১৯৮৭-৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা কারণ হতে পারে বলে উল্লেখ আছে।

৩২ বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৬-৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃষ্ঠা-৮৫।

৩৩ পূর্বোক্ত

৩৪ পূর্বোক্ত

সারণি-১৩.১ ঃ ক্যালরী গ্রহণ ভিত্তিক দারিদ্র ও চরম দারিদ্র (%)

দারিদ্রের ধারণ		১৯৮১/৮২	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৮/৮৯	৯৯১/৯২
দারিদ্র	পল্লী	৭৩.৮	৫৭.০	৫১.০	৪৮.০	৪৭.৮
	শহর	৬৬.০	৬৬.০	৫৬.০	৪৭.৬	৪৬.৭
চরম দারিদ্র	পল্লী	৫২.২	৩৮.০	২২.০	২৮.৬	২৮.৩
	শহর	৩০.৭	৩৫.০	১৯.০	২৬.৪	২৬.২

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান পকেট বই, ১৯৯৬)

দারিদ্র সীমা ঃ প্রতিদিন মাথাপিছু ২১২২ ক্যালরীর কম গ্রহণ হিসাবে

চরম দারিদ্র ঃ প্রতিদিন মাথাপিছু ১৮০৫ ক্যালরীর কম গ্রহণ হিসাবে।

১২.০ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী ঃ দারিদ্র বিমোচনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ও ত্বরান্বিত করাসহ সার্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আবশ্যক। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যাতে দারিদ্র লাঘব এবং টেকসই (Sustainable) উন্নয়ন হয়, সে জন্য তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে মাথাপিছু আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পেতে হবে। যার ফলে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক খাত (শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়। কৃষিখাতে অসম ভুমি ব্যবস্থাপনা লাঘব সাপেক্ষে পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন অকৃষি খাতসহ শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং এর জন্য শিল্প, ব্যবসা ও অন্যান্য সেবা খাতসহ অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর সাথে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্র (বিশেষ করে খাদ্য বহির্ভূত দ্রব্যাদির) এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রকৃত আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

দরিদ্রের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারী ও এনজিওদের কর্মসূচী রয়েছে। সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, যথাঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ইত্যাদির কর্মসূচী রয়েছে। এছাড়া, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভি জি ডি কর্মসূচী, গ্রামীণ সড়ক/অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি দরিদ্রদের জন্য কর্ম সৃষ্টি করছে। অপরদিকে, শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচী, যথাঃ শিক্ষার জন্য খাদ্য, ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি সরাসরি শিক্ষার ব্যয়ভার লাঘব করছে। সমাজ কল্যাণ, নারী ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার বিষয়ে এক সামাজিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা তাদেরকে উন্নত জীবন যাপনে উৎসাহিত করে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করতে পারে।

সারণি ঃ ১৩.২ পল্লী অঞ্চলে দারিদ্রের পরিবর্তন (%), ১৯৮৭-১৯৯৪
(বি আই ডি এস ষ্টাডি)

সূচক	১৯৮৭	১৯৮৯-৯০	১৯৯৪
চরম দরিদ্র	২৫.৮	৩০.৭	২২.৫
দরিদ্র	৩১.৭	২৮.৬	২৯.২
দরিদ্র ও চরম দরিদ্র	৫৭.৫	৫৯.৩	৫১.৭
দারিদ্র ব্যবধান (Poverty gap) অনুপাত (%)	২১.৭	২৪.৮	১৯.২
এফজিটি অনুপাত	১০.৯	১৩.৫	৯.৬

উৎস ঃ ১৯৮৭-১৯৯৪ঃ ডায়নামিক্স অফ রুরাল পোভার্টি ইন বাংলাদেশ, বিআইডিএস, এপ্রিল, ১৯৯৬।

সারণি-১৩.৩ ঃ পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন খাদ্য হতে দৈনিক মাথাপিছু ক্যালোরী গ্রহণের তুলনামূলক বিবরণ, ১৯৯৫

খাদ্য	খানা (Household)		খানার %		দরিদ্র থেকে
	সচ্ছল	দরিদ্র	সচ্ছল	দরিদ্র	সচ্ছলের বৃদ্ধি (%)
চাল	১৫৩৩.২৯	১৩৯০.৯৯	১৬৬৩.৩৪	৯০.৭২	১০৮.৪৮	১৯.৫৮
অন্যান্য খাদ্য শস্য	১৭৭.০২	১৮২.৬৫	১৭১.৮৯	১০৩.১৮	৯৭.১০	(-) ৫.৮৯
আলু	৪৪.৫৪	৪১.৬১	৪৭.২৩	৯৩.৪২	১০৬.০৪	১৩.৫১
শাক সবজী	৫৯.৪২	৪৮.২৩	৬৯.৬৫	৮১.১৭	১১৭.২২	৪৪.৪১
ডাল	৮৭.৫২	৬৪.৪৫	১০৮.৬০	৭৩.৬৪	১২৪.০৮	৬৮.৫০
ভোজ্য তৈল	৯৮.৫৪	৬৯.৩৩	১২৫.২২	৭০.৩৬	১২৭.০৭	৮০.৬১
দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য	১৮.৬৫	১০.৭২	২৫.৯০	৫৭.৪৮	১৩৮.৮৭	১৪১.৬০
মাংস	১৩.৪৮	৫.৩৬	২০.৮৮	৩৯.৭৯	১৫৫.০১	১৮৯.৫৫
মাছ	৬৮.০০	৩৪.১৬	৯৮.৯২	৫০.২৩	১৪৫.৪৭	১৮৯.৫৮
ডিম	৭.৭০	৪.৬৮	১০.৪৭	৬০.৭৮	১৩৫.৯৭	১২৩.৭২
ফল	১১.৩৬	৫.৭৯	১৬.৪৬	৫০.৯৭	১৪৪.৮৯	১৮৪.২৮
চিনি ও গুড়	৫৪.৩৬	২৬.১৫	৮০.১৪	৪৮.১১	১৪৭.৪২	২০৬.৪৬
মসলা	৫৮.৭৬	৩৮.০৬	৭১.৫৪	৬৪.৭৭	১২১.৭৫	৮৭.৯৭
গড় ক্যালরি গ্রহণ	২২৩২.৬৩	১৯২২.১৮	২৫১০ ২৪	৮৬.০৯	১১২.৪৩	৩০.৫৯
গড় হতে কম/বেশী ক্যালরি গ্রহণ				(-)১৩.৯	(+)১২.৪৩	

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর "দারিদ্র পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ প্রকল্প"।
দরিদ্র ঃ মাথাপিছু দৈনিক ২১২২ কিলো ক্যালোরীর কম গ্রহণ।

১৩.০ উপসংহার

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকা প্রয়োজন। শিল্প খাতে বেসরকারী উদ্যোগই হবে উন্নয়নের চালিকা শক্তি। তাই শিল্পে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, যথা; আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমালার অসঙ্গতি প্রভৃতি যথাশীঘ্র সম্ভব দূর করার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। তদুপরি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেসরকারী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য যে আইন পাশ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্য ত্বরিৎ উদ্যোগ নেয়া দরকার। সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের সম্ভাবনাময় বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প কলকারাখানগুলোকে চালু করা গেলে শিল্প উৎপাদন ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা যায়। তবে, এক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়েজন। এছাড়া, বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া আরো জোরদার করতে হবে। মুক্ত বাজার অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যক্তি উদ্যোগ, বেসরকারী বিনিয়োগ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প খাতকে সকল সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান প্রক্রিয়া আরো জোরদার করা প্রয়োজন[৩৫]।

বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে শুধু সীমিত অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর নির্ভরশীল না থেকে দেশীয় পণ্যের জন্য বহির্বিশ্বে চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বাস্তবধর্মী উদ্যোগ নেয়া খুবই জরুরী। রপ্তানী-চালিত প্রবৃদ্ধি-কৌশল (Export-led growth-strategy) অবলম্বন অব্যাহত রেখে দেশের রপ্তানী শিল্পকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে আমদানী উদারীকরণের মাধ্যমে রপ্তানীমুখী শিল্পকে উৎসাহ দেয়ার সাথে সাথে দেশজ শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। দ্রুত রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বাজার সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। রপ্তানীকারকদের বর্তমানে দেয়া সুযোগ সুবিধা চালু রেখে আরো নতুন নতুন রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য দেশীয় শিল্পপতিদের উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে[৩৬]।

---

৩৫ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫।
৩৬ পূর্বোক্ত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আরো উদারীকরণসহ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবমুখী ও গতিশীল করার ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অধিকতর সাফল্য অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। নমনীয় বিনিময় হার নীতি, সতর্ক ও বাস্তবানুগ মুদ্রানীতি, রাজস্ব নীতি ও মুদ্রা নীতির কাঙ্ক্ষিত সমন্বয় এবং রপ্তানী আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ বিবেচনায় রেখে আমদানী নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। তবে, রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রয়াস অনিবার্য বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা ও বৈদেশিক সাহায্য/বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান হারে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের জন্য সরকারের রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি সংক্রান্ত সংস্কার কর্মসূচী জোরদার করতে হবে, যাতে তা উৎপাদনশীল ও অধিক র্কমসংস্থান সৃষ্টিকারী প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে[৩৭]। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের ক্রমবৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা অর্জন এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলে ভবিষ্যতে দেশ দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদার করার লক্ষ্যে গৃহীত সংস্কারমূলক কর্মসূচীসমূহ ইতোমধ্যেই অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুফল বয়ে আনতে শুরু করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির হার আগামী বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। তবে স্মর্তব্য যে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বর্ধিত গতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির হারের ক্রম-উন্নতি দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

---

৩৭ পূর্বোক্ত

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।*

২। বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট*, ১৯৯৬-৯৭

৩। আক্কাছ, এস, এম, আলী, ১৩৯৬। *বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো ও বাণিজ্যনীতি ঃ একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা*, প্রশাসন সমীক্ষা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৫। *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী* ১৯৯৬-৯৭, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৫। Rahman, Atiq and Haque, Trina. 1988. *Poverty and Inequality in Bangladesh in the Eighties : An Analysis of Some Recent Evidence (Report No. 91).* Dhaka : Bangladesh Institute of Development Studies, December.

৬। Rahman Atiq et al. 1988. *A Critical Review of the Poverty Situation in Bangladesh in the Eighties (Research Report No.66),* Dhaka : Bangladesh Institute of Development Studies,.

৭। The World Bank, 1989. *Bangladesh : Recent Economic Development and Short term Prospects.* Washington, D. C.

৮। The World Bank, *World Tables 1989-90.*

৯। The World Bank, *World Development Report,* 1991-1997.

১০। Government of the People's Republic of Bangladesh.1996. Bangladesh Bureau of Statistics : *Report of the Poverty Monitoring Survey.*

১১। BIDS : 1987-1994 *Dynamics of Rural Poverty in Bangladesh,* April, 1996

১২। আহমেদ, নাসির উদ্দিন ও তারেক, মোহাম্মদ, ১৯৯৩। *উন্নয়ন অর্থনীতি ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত,* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।